

মূল শব্দাবলীঃ
ইসার/ উদারতা
দয়ালু/নিঃস্বার্থ
দেয়া



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

10 April 2026 / 21 Syawal 1447

“ইসার – উদারতার সর্বোচ্চ নিদর্শন”

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا
عِبَادَ اللَّهِ، أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার ক্ষমা প্রার্থী সম্মানিত মুমিনগণ,

আসুন আমরা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া ধারণে দৃঢ় থাকি। তাঁর সকল নির্দেশ মেনে চলি এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকি। আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া যেন আমাদের নিয়ত, কথা ও কাজকে মহত্ত্ব ও উৎকর্ষের পথে পরিচালিত করে। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

ইসার বলতে কী বোঝায়?

ইসার হলো নিঃস্বার্থতার এক মহৎ গুণ, যেখানে মানুষ নিজের স্বার্থের উপরে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়। এটি উদারতার সর্বোচ্চ রূপ—নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দান করে যাওয়া। কিন্তু এমন এক পৃথিবীতে, যেখানে প্রায়ই মানুষ নিজের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়, এই গুণটি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত

হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে, আমরা যে ধর্ম পালন করি—ইসলাম—সেখানে ইসারের মূল্য শেখানো হয়েছে।
এটি এমন এক মহৎ গুণ, যা আরও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের পরিচয় হিসেবে
বিবেচিত হয়, যেমনটি সূরা আল-হাশরের ৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

অর্থঃ যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন
করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা
অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।
যারা মনের কাপণ্য থেকে মুক্ত, তাই সফলকাম।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আনসারদের সম্মানিত করেছেন, কারণ তাঁরা ইসারের সর্বোচ্চ
স্তরে পৌঁছেছিলেন। কেন এমন হয়েছে? কারণ আনসাররা বহু বিষয়ে সবসময় মুহাজিরদের অগ্রাধিকার
দিতেন, এমনকি যখন তাঁরা নিজেরাই কষ্টে ও অভাবে ছিলেন। তারা শুধু আশ্রয়ই দেননি, বরং তাদের
নিজেদের সম্পদ, ঘরবাড়ি, খাদ্য, জমি এবং জীবিকার উপায়ও মুহাজিরদের সঙ্গে ভাগ করে
নিয়েছিলেন।

এটি এমন এক নিঃস্বার্থ গুণ, যা আন্তরিক ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয়—
এমন এক মহৎ গুণ, যা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো: আমরাও কীভাবে এই উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছাতে পারি?

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় আমরা ইসার গুণটিকে অন্তরে ধারণ ও চর্চা করার জন্য তিনটি উপদেশ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমত: সহমর্মিতা গড়ে তোলার মাধ্যমেই ইসারের সূচনা হয়

ইসার জন্ম নেয় অন্যের অবস্থা অনুভব করার ক্ষমতা থেকে—তাদের কষ্ট ও প্রয়োজনকে এমনভাবে বোঝা যেন তা আমাদের নিজেরই অবস্থা। যখন হৃদয় সহমর্মিতায় পূর্ণ হয়, তখন ইসারের গুণ স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ বিষয়ে আমাদের সুন্দরভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

“তোমাদের কেউই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেই জিনিসই ভালোবেসে করবেন যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে।” (বুখারি ও মুসলিম)

যখন আমরা অন্যদের অবস্থার কথা চিন্তা করতে শুরু করি এবং তাদের জন্যও সেই কল্যাণ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বরকত কামনা করি যা আমরা নিজেদের জন্য কামনা করি—সেখান থেকেই ইসারের শুরু।

দ্বিতীয়ত: ঘর থেকেই ইসারের চর্চা শুরু করা, তারপর তা সমাজে বিস্তৃত করা

ইসার চর্চার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো আমাদের নিজস্ব পরিবার। অনেক সময় এই সম্পর্কগুলোই সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু একই সঙ্গে সবচেয়ে ফলপ্রসূও। একজন মানুষের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায় সে তার সবচেয়ে কাছের মানুষদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে তার মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন:

“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম; আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।” (ইবনে মাজাহ)

পরিবারের মধ্যে ইসার প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজে প্রকাশ পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এই শাওয়াল মাসে আমরা আমাদের প্রিয় খাবার ছোট শিশুদের দিতে পারি যারা সেগুলি আগে কখনো খায় নি। আবার ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও গৃহকর্মে সাহায্য করা, কিংবা ব্যস্ততার মাঝেও পরিবারের সদস্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা—এসবও ইসারের অংশ।

ইসার কেবল ঘরেই সীমাবদ্ধ নয়; এর চর্চা সমাজেও ছড়িয়ে দিতে হবে, যেন তা সমাজের একটি স্বাভাবিক অভ্যাস হয়ে ওঠে। যেমন আমরা আমাদের পরিবারকে অগ্রাধিকার দিই, তেমনি আমাদের প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের জীবন সহজ করার জন্যও চেষ্টা করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি একটি পার্কিং স্থান পাই কিন্তু দেখি কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি বা ছোট শিশুসহ কোনো অভিভাবক সেটি খুঁজছেন, তখন ইসারের শিক্ষা আমাদের সেই স্থানটি তাদের দিয়ে দিতে উৎসাহিত করবে। যদিও এর জন্য আমাদের একটু দূরে গাড়ি পার্ক করে হাঁটতে হতে পারে, তবুও আল্লাহর কাছে এই ছোট ত্যাগ অত্যন্ত মূল্যবান।

ইসার আমাদেরকে সঠিক কাজ করতেও আহ্বান জানায়। যেমন—নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্ক করা, অন্যের পথ বন্ধ করে কাউকে অসুবিধায় না ফেলা, কিংবা যা আমাদের অধিকার নয় তা গ্রহণ না করা। অন্যকে কষ্ট না দিয়ে একটু দূরে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াও যত্ন ও আত্মসংযমের নিদর্শন।

তৃতীয়ত: ইসার চর্চার সময় আন্তরিকতা বজায় রাখা

ইসারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কাজটি করা নয়; বরং এর পেছনের নিয়তকে আন্তরিক রাখা। বিশেষ করে যখন আমাদের ইসার অন্যের নজরে আসে না বা আমরা যেভাবে আশা করি সেভাবে প্রতিদান

পাওয়া যায় না, তখন এই পরীক্ষা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময় শয়তান অসন্তোষের ভাবনা মনে প্রবেশ করতে চায়।

প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা **আল-ইনসান**-এর ৯ নম্বর আয়াতে আন্তরিক মুমিনদের মনোভাব এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“তারা বলে, ‘আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদেরকে আহার দিই;

তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।”

এটাই সেই মনোভাব যা আমাদের গড়ে তুলতে হবে—ইসার চর্চা করা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য নয়। পরিবারে হোক বা সমাজে—যদিও কেউ তা মূল্যায়ন না করে, তবুও আমাদের দৃঢ়তা যেন দুর্বল না হয়। আমাদের নিয়ত সর্বদা আন্তরিক থাকবে এবং প্রতিদান কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকেই প্রত্যাশা করব।

Blessed congregation,

Let us train ourselves to **give** sincerely, to prioritise others for the sake of Allah, and to practise **ithar** in our daily lives, beginning within our own families. May we continue to find peace, whether our efforts are recognised or not. May Allah make us amongst those who say: *“We feed you only for the sake of Allah”*, and may Allah s.w.t. reward us for striving to emulate the quality of **ithar**. Amin, ya Rabbal 'Alamin.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলি যেন আন্তরিকতার সঙ্গে দান করতে পারি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসারের চর্চা করি—প্রথমে আমাদের নিজেদের পরিবার থেকেই এর শুরু করি।

আমাদের প্রচেষ্টা মানুষ স্বীকৃতি দিক বা না দিক, আমরা যেন তাতেই প্রশান্তি খুঁজে পাই। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা বলে: “আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদেরকে আহ্বান দিই।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদেরকে ইসারের এই গুণ অনুকরণ করার প্রচেষ্টার জন্য উত্তম প্রতিদান দান করেন।

আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارِضْ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِيمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالرُّلَازِلَ وَالْمِحْنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي عَزَّةٍ وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا رَحِيمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهم فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السَّلَامَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا عَلَى نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَا تَكْفُرُوا
اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.